বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্যক্রম
Different types of Curriculum

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। মানুষের জীবনাদর্শও যুগে যুগে নবরূপ ধারণ করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন অংশকে, বিশেষভাবে শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করেছে। আবার, শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমের তাৎপর্য ও সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্যের বিবর্তনের ধারা যেমন অবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হতে হতে আধুনিককালে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নতুন রূপ লাভ করেছে, তেমনি পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত ধারণাও নতুন তাৎপর্যে দেখা দিয়েছে। এখানে এমন কয়েকটি পাঠ্যক্রমের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যেগুলি বিভিন্ন সময়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই বিশেষ ধরনের পাঠ্যক্রমগুলি হল— **এক** গতানুগতিক পাঠ্যক্রম বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Traditional or subject-centred Curriculum) ; **দুই** কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum), **তিন** অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Experience Curriculum), **চার** অবিচ্ছিন্ন পাঠ্যক্রম বা কেন্দ্রীয় পাঠ্যক্রম (Undifferentiated Curriculum or Core Curriculum ; **পাঁচ** জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Life centred Curriculum)।

এক গতানুগতিক বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম
Traditional or Subjects centred Curriculum

'গতানুগতিক পাঠ্যক্রম' বলতে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে পাঠ্যক্রম বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছে, তাকেই বোঝায়। এই পাঠ্যক্রমে

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন প্রথাগত পাঠ্যবিষয়গুলির জ্ঞানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির মতো কতকগুলি বিষয়ের শুদ্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞান শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করাকেই শিক্ষার মুখ্য দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে, এই জাতীয় পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হত। যেহেতু এই পাঠ্যক্রমে, প্রথাগত কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচিত অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা হত, তাই একে অনেক সময় বলা হত বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Subject-centred curriculum)। এই জাতীয় পাঠ্যক্রম রচনার কাজ মূলত দুটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। একটি হল শিক্ষার সংকীর্ণ লক্ষ্য (Narrow aim) এবং অপরটি হল ভ্রান্ত মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সাধারণের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, কেবলমাত্র চাকুরি বা একটি বৃত্তি সংগ্রহ করার পন্থা। দু-এক কলম লিখতে পারলে বা কিছু পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু আওড়াতে পারলে একটি চাকুরি কোনো প্রকারে সংগ্রহ করা যেত। তাই শিক্ষার ওই সংকীর্ণ লক্ষ্য (Narrow aim) পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত ধারণার সম্প্রসারণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য বর্তমানে, এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ অপসারণ হয়েছে, একথা বলা যায় না। তাই কোনো কোনো শিক্ষাস্তরে আজও এই জাতীয় পাঠ্যক্রমকে আদর্শ হিসাবে ভাবা হয়। অন্যদিকে মনোবিদ্যার এক প্রাচীন ভুল সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব এই জাতীয় পাঠ্যক্রম রচনায় শিক্ষাবিদগণকে উৎসাহিত করেছিল। ওই তত্ত্বটি হল মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of formal discipline)। ওই তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিদগণ বিশ্বাস করতেন, মানুষের মন কতকগুলি মৌলিক বৃত্তি (Faculty) বা ক্ষমতার সমবায়ে গঠিত। তাঁরা একথাও নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে এমন কতকগুলি প্রথাগত পাঠ্যবিষয় আছে, যেগুলির এক একটির, বিশেষ একটি মানসিক ক্ষমতা বা বৃত্তিকে চর্চার সুযোগ দান করে, তার উন্নতি সাধনে সহায়তা করতে পারে। যেমন, মনের এই বিশেষ ক্ষমতাগুলির মধ্যে আছে—বিচারশক্তি (Faculty of judgement), যুক্তিশক্তি (Faculty of reasoning), স্মৃতিশক্তি (Faculty of memory) ইত্যাদি। তাঁরা আরও বিশ্বাস করতেন, যেমন ধরা যাক গণিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যুক্তিশক্তি বৃদ্ধি করা যায়। কোনো বিশেষ বিষয় পাঠের মাধ্যমে ব্যক্তির যে মানসিক ক্ষমতাটির বিকাশ হয়, সেটি সেই বর্ধিত হারে সর্বত্র ক্রিয়াশীল হয়ে ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির যুক্তিশক্তি যদি বহু প্রকারের জ্যামিতির সমাধানের চর্চার মাধ্যমে উন্নত করা যায়, তবে সে সেই উন্নত যুক্তিশক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে। এই মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি আধুনিক মনোবিদগণ স্বীকার করেন না। কারণ, বিভিন্ন পরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁরা এটিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। এই জাতীয় ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উদ্ভব হয়েছিল। তা ছাড়া পাঠক্রম সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক তাৎপর্য, শিক্ষার বিকাশের ইতিহাসে অনেক পরে এসেছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত পাঠ্যক্রমকে পাঠ্যবিষয়ের সমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা হত। পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত এই সংকীর্ণ ধারণা শিক্ষার গতানুগতিক পাঠ্যক্রম রচনায় উৎসাহিত করেছিল।

Scanned with CamScanner

দুই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম

Activity Curriculum

জীবনের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ নেই, সে শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের কাছে মূল্যহীন। গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের সমালোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, এই জাতীয় পাঠ্যক্রম শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারে না। তাই গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠেছে পাঠ্যক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক করার আন্দোলন। রুশো (Rousseau), মন্তেসরি (Montessori), ডিউই (Dewey), গান্ধিজি (Gandhiji) প্রভৃতি চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, শিক্ষাকে যদি শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত না করা যায়, তবে সে শিক্ষা

Scanned with CamScanner

ফলপ্রসূ হবে না। যে শিক্ষা মানুষের চারিত্রিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে না, তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। রুশো বলেছেন "Instead of making the child stick to his books, I keep him busy in the workshop where his hands will work to the profit of his mind"। গান্ধিজি 'হরিজন' পত্রিকায় তাঁর প্রস্তাবিত বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন সেটি উল্লেখ করলে, এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি বলেছিলেন— "In my scheme of things, hand will handle tools before it draws or trace the writing. The eyes will read the pictures of letters and word as they will know other things in life, the ears will catch the names and meanings of sentence"। এই সকল চিন্তাবিদগণের আন্দোলনের ফলে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে সক্রিয়তা নীতির (Activity principle) গড়ে উঠেছে। এই নীতি সম্পর্কে পৃথক একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum) সংক্রান্ত ধারণা, সেই সক্রিয়তার নীতির (Activity principle) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যার মূল কথা হল, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে পরিবেশন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করবে। জ্ঞান (Knowledge) মুখ্য হলেও, তা সংগৃহীত হবে পরোক্ষভাবে। এই জাতীয় পাঠ্যক্রমে কতকগুলি কর্মের নির্দেশ করা হয় এবং কর্মসম্পাদন প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রথাগত পাঠ্যবিষয়ক সম্পর্কে জ্ঞান উপস্থাপন করা হয়। এই জাতীয় পাঠ্যক্রমে কর্মকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের জ্ঞান পরিবেশনের মাধ্যম (Medium) হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের যে মূল ভিত্তিটির কথা উল্লেখ করা হল তার থেকে বোঝা যায়, এই পাঠ্যক্রমের মৌলিক উপাদান (Basic element) হল শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা (Pupils activity)। অর্থাৎ, এই পাঠ্যক্রম কতকগুলি কর্মের সমন্বয়ে গঠিত হয়। বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "Activity curriculum is a continuous stream of childs activities unbroken by systematic subjects and springing from the interest and personally felt needs of the child।" অর্থাৎ তাঁর মতে শিশুর বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা ও আগ্রহ নিঃসৃত অবিচ্ছিন্ন কতকগুলি কর্মপ্রবাহই হল কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম। শিক্ষার্থীর এই কর্মপ্রবাহ তথাকথিত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়ার দ্বারা কখনই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ, এই জাতীয় পাঠ্যক্রমে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান শিশুর মধ্যে কর্ম প্রেরণা সঞ্চার করে না। এমনকি, বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে তার মধ্যে সক্রিয়তা আনা হয় না। সক্রিয়তা ব্যক্তিসত্তারই বৈশিষ্ট্য ; আর সেই ব্যক্তিগত সক্রিয়তাই শিশুর পাঠ্যক্রমের মূল উপাদান। এই পাঠ্যক্রমের পরিচালনায় শিক্ষার্থীকে কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে যে কর্মগুলি শিক্ষার্থীর সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত, সেগুলির ভিত্তিতেই তার মধ্যে যে-কোনো প্রকারের জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill), মনোভাব (Attitude) ইত্যাদি বিকাশের চেষ্টা করা হয়।

Scanned with CamScanner

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে কর্মের প্রকৃতি

Nature of Activities in Activity Curriculum

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে যেহেতু প্রত্যক্ষ কর্মকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেহেতু অনেকে মনে করেন, এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে শুধুমাত্র দৈহিক শ্রমমূলক কার্যাবলিই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের প্রকৃত তাৎপর্য তা নয়। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এই জাতীয় পাঠ্যক্রমে কাজগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যেগুলি সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেহ এবং মন উভয়ের বিকাশ ঘটে। শিক্ষাবিদ ব্র্যানফোর্ড(Branford) বলেছেন কর্মের মাধ্যমে যে-কোনো ব্যক্তির কর্মেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক এবং অন্তরের বিকাশ (Development of hand, head and heart) হয়। তিনি তাই বলেছেন, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর এই তিন ধরনের কর্মকেন্দ্রকেই সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'Education of 3H's বা তিনটি 'H' এর শিক্ষা । কর্মভিত্তিক শিক্ষা বা কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কর্মদক্ষতা বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ; মানসিক তৃপ্তিদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ সাধন করাও কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য। সুতরাং, আদর্শ কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম রচনা করতে হলে, শিক্ষার্থী উল্লিখিত তিনটি কর্মকেন্দ্রকে সক্রিয় করে তুলতে পারে, এরকমের কর্মই নির্বাচন করতে হবে। এই পাঠ্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা

Scanned with CamScanner

(Language), হস্তশিল্প (Craft), বিজ্ঞান (Science), গণিত (Mathematics) ইত্যাদির মতো বিষয় থাকবে না, যেমনটি গতানুগতিক পাঠ্যক্রমে থাকে। যথাযোগ্য কর্মের মাধ্যমে ওই সকল বিষয়ের তথ্যাবলি উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। আনন্দদায়ক, জ্ঞানমূলক এবং সমাজ শিক্ষামূলক সকল প্রকারের কার্যাবলিকে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞগণ। তাঁরা আরও বলেছেন, কর্ম নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থী এবং সমাজ উভয়ের চাহিদা যাতে পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মগুলি নির্বাচন করতে পারলে, তবেই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম একটি রূপ গ্রহণ করবে। শিক্ষাবিদগণ বলেছেন কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের জন্য নির্বাচিত কর্মগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

1 নির্বাচিত কর্মগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে সেগুলি সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের দেহ-মনের বিকাশের সহায়ক হয়।

2 কর্মগুলি পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই বিবেচনায় নির্বাচন করতে হবে যাতে সেগুলি সম্পাদন কালে শিক্ষার্থীরা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রথাগত জ্ঞানমূলক বিষয়সমূহের জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, যে সকল কর্মের মাধ্যমে প্রথাগত বিষয়ের তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হবে, সেগুলিকেই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

3 নির্বাচিত কর্মগুলি শিক্ষার্থীদের দৈহিক এবং মানসিক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, এমন কর্ম নির্বাচন করতে হবে, যেগুলি শিক্ষার্থীরা নিজেরা স্বাধীনভাবে বা শিক্ষকের ন্যূনতম সাহায্যে সফলভাবে সম্পাদন করতে পারে।

4 কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের জন্য নির্বাচিত কর্মগুলি অবশ্যই শিক্ষামূলক হওয়া উচিত এবং শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত।

যে সকল শিক্ষাবিদগণ বিশেষভাবে শিক্ষার জন্য কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম রচনার নীতিকে সমর্থন করেছেন, তাঁরা নিজেরাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই জাতীয় পাঠ্যক্রম রচনা করে, বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা করেছেন। ডিউই (Dewey) তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ল্যাবোরেটারি স্কুলে' (Laboratory School) প্রয়োগ করার জন্য এরকম একটি পাঠ্যক্রম রচনা করেন। গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষার নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়েছিল, তাও ছিল কর্মকেন্দ্রিক। সাধারণভাবে লক্ষ করা গেছে, শিক্ষাবিদগণ আদর্শ-কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম রচনার সময়, অন্তর্ভুক্ত কর্মগুলিকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করে স্থাপন করেন। এই প্রত্যেকটি শ্রেণির অন্তর্গত কর্মগুলির দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার কোন্ দিকটির বিকাশ করা সম্ভব হবে, তারা কোন্ কোন্ প্রথাগত পাঠ্যবিষয়ের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, তার উল্লেখ পাঠ্যক্রমের কাঠামোর মধ্যে থাকে। এখানে মূল কর্মশ্রেণিগুলির এবং তাদের অন্তর্গত কিছু নমুনা বিশেষধর্মী কর্মের উল্লেখ করা হল। এর থেকে উপলব্ধি করা যাবে একটি কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের সংগঠনিক রূপটি কীরকম হয়।

এক কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে, শারীরশিক্ষা (Physical education), খেলাধুলা (Games and Atheletics), অঙ্গসঞ্চালন সহ সংগীত (Action song), স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি (Hygienic activities), বিশ্রাম (Rest), খাদ্য সংস্থান সংক্রান্ত কার্যাবলি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই জাতীয় কর্মগুলিকে **দৈহিক কার্যাবলি** (Physical activities) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এই জাতীয় কার্যাবলির দ্বারা শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে (Physical development) সহায়তা করা হয় এবং এই সকল কাজে অংশগ্রহণ করে তারা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

দুই পরিবেশ পর্যবেক্ষণ বা অনুশীলন (Nature study), ভ্রমণ (Excursion), সমীক্ষায় (Survey) অংশগ্রহণ, সমাজ-পরিদর্শন (Social visit) ইত্যাদির মতো কার্যাবলি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলিকে **পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি** (Environmental activities) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ

Scanned with CamScanner

করা হয়। এই জাতীয় কার্যাবলির উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করা। এই সকল কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পৌরবিদ্যা (Civics), ইতিহাস (History), ভূগোল (Geography) ইত্যাদির মতো প্রথাগত পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান সরবরাহ করা যায়। তা ছাড়া এই জাতীয় কর্মে অংশগ্রহণ করলে, শিক্ষার্থীদের মনে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং তাদের মনে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রবণতা জাগ্রত হয়।

তিন হাতের কাজ (Hand work), বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা (Science-activities), গঠনমূলক হস্তশিল্প (Constructive craft), সাধারণ যন্ত্রপাতি সারানো (Repairing) ইত্যাদির মতো কার্যাবলিকে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই সকল কর্মের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা সঞ্চার করা এবং কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা। এই জাতীয় কার্যাবলিকে পাঠ্যক্রমে **গঠনমূলক কার্যাবলি** (Constructive activities) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান (Science) শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাদের বিশেষ ধরনের উৎপাদনমূলক কাজে দক্ষতা (Skill) বৃদ্ধি করে, ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়।

চার সংগীত (Music), শিল্পকলা (Fine arts), বিভিন্ন প্রকারের সৃজনাত্মক হস্তশিল্প (Creative craft) কে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে **সৃজনাত্মক কার্যাবলি** (Creative activities) হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে শিক্ষার্থীগণ তাদের জন্মগত প্রবণতাগুলিকে চরিতার্থ করতে পারে। তা ছাড়া, এগুলির মাধ্যমে তারা আত্মপ্রকাশের (Self-expression) সুযোগ পায়। ফলে, শিক্ষার্থীদের মনে আনন্দানুভূতি জাগ্রত করা এবং তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এই জাতীয় কার্যাবলির উদ্দেশ্য। এছাড়া বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য এই সকল কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভৌতবিজ্ঞান (Physical science), গণিত (Mathematics), সমাজবিজ্ঞান (Social studies) ইত্যাদির মতো প্রথাগত পাঠ্যবিষয়সমূহের জ্ঞানও সরবরাহ করা যায়। এমনকি এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা (Language) শিক্ষারও ব্যবস্থা করা যায়।

পাঁচ সাহিত্য (Literature) পাঠ, অভিনয় (Drama), কল্পনাভিত্তিক অঙ্কন (Imaginative drawing), প্রবন্ধ রচনা (Essay writing) ইত্যাদির মতো কার্যাবলিকে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে, সেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের মানসিক বিকাশে (Mental development) সহায়তা করার চেষ্টা করা হয়। এই শ্রেণিভুক্ত কার্যাবলিকে বলা হয় **সৃজনাত্মক কার্যাবলি** (Creative activities)। এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীকে ভাষা (Language), সমাজ-বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান সরবরাহ করা যায়।

ছয় শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশে (Social development) সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকে তাদের কাছে সামাজিক দিক থেকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে, **সামাজিক কার্যাবলি** (Community activities) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি (Community Development Project), শিক্ষালয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থায় (Self government) অংশগ্রহণ, প্রাথমিক চিকিৎসা (First-aid), সমাজ সেবামূলককর্ম (Social service) ইত্যাদি এই শ্রেণিভুক্ত। শিক্ষক এই জাতীয় কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভূগোল (Geography), ইতিহাস (History), পৌরনীতি (Civics), অর্থনীতি (Economics) ইত্যাদির মতো গতানুগতিক বিষয়সমূহের জানার্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।

Scanned with CamScanner

তিন অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম

Experience Curriculum

মানুষ তার জীবনপরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য এবং জীবনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রতিক্রিয়া করে বা আচরণ সম্পাদন করে। ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে। পরিবেশ ব্যক্তিকে উত্তেজিত করছে, আর ব্যক্তি সেই উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া করছে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। পরবর্তীকালে, এই অভিজ্ঞতাগুলিই ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করে। যতই সংকীর্ণ হোক না কেন, শিক্ষাকে এক প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণভাবে না হলেও এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য। অর্থাৎ, শিক্ষার অন্যান্য লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার একটি লক্ষ্য হল—শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা। এই কারণে কিছু শিক্ষাবিদ মনে করেন, শিক্ষার পাঠ্যক্রমের উপাদান হবে কতকগুলি অভিজ্ঞতা, যেগুলি শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ জীবনে আরও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবে। এই মৌলিক নীতিকে অনুসরণ করে যে পাঠ্যক্রম রচনা করা হয় তাকেই বলা হয়, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Experience Curriculum)। এই জাতীয় পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞায় একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন "Experience curriculum implies a series of purposeful experiences which grow out of pupils need."। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উদ্দেশ্যমুখী একগুচ্ছ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম।

Scanned with CamScanner

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে, এই জাতীয় পাঠ্যক্রমের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করলে, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের মূল কাঠামোটি কীরূপ হয় তা উপলব্ধি করা যাবে।

এক এই জাতীয় পাঠ্যক্রমের উপাদান হল শিক্ষার্থীর জন্য নির্বাচিত কতকগুলি পরিকল্পিত অভিজ্ঞতা।

দুই এই অভিজ্ঞতাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নয়। এগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ, শিক্ষার এক একটি উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে, পাঠ্যক্রমে স্থাপন করা হয়।

তিন পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত এই অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষক বা বয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা, ইচ্ছামতো নির্বাচিত হয় না। সাধারণতবিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উপাদানগুলি বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী নির্বাচন করে, সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের উপর আরোপ করার প্রয়াস করেন। কিন্তু, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের উপাদানগুলি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ, এই পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে এই নীতিকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীকে সেই সকল অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে যেগুলি তার চাহিদাগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে সহায়তা করে।

চার এই অভিজ্ঞতাগুলি, একটি নির্দিষ্ট ক্রমে (Order) পাঠ্যক্রমের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়। এই ক্রম (Order) নির্ধারণ করা হয়, দুটি দিক থেকে। **প্রথমত,** বিশেষ বিশেষ বয়সের শিক্ষার্থীদের সাধারণ চাহিদাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাগুলিকে পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়। **দ্বিতীয়ত,** প্রত্যেক স্তরের জন্য নির্ধারিত অভিজ্ঞতাগুলিকে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ক্রম পর্যায়ে সজ্জিত করা হয়। এই ধরনের দ্বিমুখী বিন্যাস পাঠ্যক্রমকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলে এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এই জাতীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কর্মভিত্তিক পাঠ্যক্রমের আদর্শগত পার্থক্য নেই। বাস্তবে আদর্শগত দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আসাও উচিত নয়। কারণ, ব্যক্তি দেহ-মনের সক্রিয়তাভিত্তিক কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ঠিক একইভাবে যেকোন শিক্ষামূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তাই পাঠ্যক্রম দুটির পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হলেও তাদের মধ্যে বাস্তবে পার্থক্য খুবই কম। দুটি পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে, একই প্রক্রিয়ার (কর্মসম্পাদন) ভিন্ন ভিন্ন দুটি পর্যায়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে উপাদানগুলি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে কর্মটি সম্পাদনের উপর গুরুত্ব দিয়ে উপাদান নির্বাচন করা হয় ; অন্যদিকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের কর্মসম্পাদনের ফলটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে উপাদান নির্বাচন করা হয়ে থাকে। দুপ্রকারের পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্যটি ছাড়াও শিক্ষাবিদগণ তাদের সাংগঠনিকরূপের মধ্যেকার কিছু পার্থক্যের উল্লেখ করে থাকেন। যেমন—

এক মনোবৈজ্ঞানিক বিচারে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে ফললাভের (Principle of effect) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মূল হল সক্রিয়তার নীতি (Principle of activity)।

দুই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের একক বা উপাদান হিসাবে এক একটি নির্দিষ্ট বস্তুধর্মী নির্বাচন করা হয়। অন্যদিকে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রমে কর্মের বহুমুখী ফলকে (Effect) একক উপাদান হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

তিন অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর দৈহিক শ্রমের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতার

Scanned with CamScanner

উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা দৈহিক ও মানসিক বা, জ্ঞানমূলক ও দক্ষতামূলক সব রকমেরই হতে পারে।

চার কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম শিক্ষণের ব্যাপারে শিক্ষকের কাছে কোনো নির্দিষ্ট নীতি বা পদ্ধতি তুলে ধরতে পারে না। কারণ কোন্ কাজের সঙ্গে কী ধরনের জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে হবে, তা শিক্ষককেই নির্ধারণ করতে হয়। ফলে শিক্ষক তাঁর বিবেচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যতটুকু উপলব্ধি করতে পারেন, সেই অনুযায়ী জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমে শিক্ষক এই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হন না। কারণ, কী কী অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে হবে, সে সম্পর্কে পাঠ্যক্রমেই নির্দেশ দেওয়া থাকে।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের মধ্যেকার এই পার্থক্যগুলি নীচে একত্রে পরিবেশ করা হল। এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। তাই আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ এই

কর্মকেন্দ্রিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের পার্থক্য

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম	অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম
কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম সক্রিয়তার নীতির (Activitty principle) উপর প্রতিষ্ঠিত।	অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম ফললাভের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে, কর্মটির সফল সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমে কর্মসম্পাদনের বহুমুখী ফলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উপাদান হল কতকগুলি কর্ম।	অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের উপাদান হল কতকগুলি অভিজ্ঞতা।
কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়।	অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমে অভিজ্ঞতাগুলির বৈচিত্র্যের জন্য দৈহিক ও মানসিক উভয় দিকের বিকাশের উপর গুরুত্ব থাকে।
কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের সহায়তায় পরিচালিত শিক্ষণের সমতা বজায় রাখা যায় না।	অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষণের সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমকে বিভিন্ন আকারে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (কোঠারি, 1964-66) প্রতিবেদনে, এই জাতীয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের নীতিকে আংশিকভাবে প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন, শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতার (Work experience) গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তরের জন্য প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম রচনা করার সুপারিশ করেছেন।

Scanned with CamScanner